সোয়ানসী মসজিদ ও ইসলামি কম্যুনিটি সেন্টার

১৪-১৫ সেইন্ট হেলেন'স রোড

সোয়ানসী, SA2 4AW

জিন, বদনজর ও যাদু থেকে বাঁচার উপায়

ডঃ আব্দুস সালাম আজাদী

ভূমিকা

জিনের আসর মানুষের উপর মাঝে মাঝে পড়ে থাকে। ইবলিশ আসলে জিন, ফলে যে সব জিনেরা শয়তানের অনুসারী হয়েছে তাদের কাছ থেকেই মুমিনদের উপর আঘাত আসে। তবে মনে রাখা দরকার জিন বা ইবলিশ যাকে তাকে ক্ষতি করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সা) আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন যা আমল করলে কখনোই জিন এ ক্ষতি করতে পারবেনা ইনশাল্লাহ।
যাদু বা বদনজর ও আমাদের সমাজের একটা বড় সমস্যা। কাওকে ক্ষতি করার জন্য অনেকে যাদুর আশ্রয় গ্রহন করে। কারো প্রতি হিংসা থাকলে মানুষ কূনজরে তাকায়। তার ও একটা প্রভাব শরীরে পড়ে।

এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা শেখার চেষ্টা করবো কিভাবে আমরা এই সব থেকে বেঁচে থাকতে পারি, এই সবের দ্বারা আক্রান্ত হলে কিভাবে আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা আক্রান্ত হলে কিভাবে চিকিৎসা করতে পারি, ইনশাআল্লাহ।

জিন আল্লাহ তাআলার একটা সৃষ্টি। এদের মধ্যে ভালো মন্দ সবটাই আছে। খারাপ যারা, তারা শয়তান কে অনুসরণ করে। কিন্তু নবী রাসূল (আ) দের কে যারা মানে তারা ভালো। মানুষের ক্ষতি তারাই করে যারা খারাপ। তবে সব মানুষের ক্ষতি যে কেও করতে পারে না। বদনজর ও যাদু টোনাও বাস্তব ব্যাপার। এর মাধ্যমে মানুষকে ক্ষতি করা হয়। বদনজর অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসার কারণে হয়ে থাকে। যাদু টোনা মানুষ করে কাওকে ক্ষতি করার জন্য, কিংবা কোন কিছু হাসিল করার জন্য।

এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার, কারণ এই গুলো নিয়ে আমাদের সমাজে তিনটি বড় সমস্যা দেখা যায়ঃ

১। শরীরে বা মনে কোন সমস্যা দেখা দিলেই মানুষ মনে করে এটা জিন, বদনজর বা যাদু। এবং কোন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই তারা দৌঁড়ায় ঝাঁড় ফুঁকের জন্য। ফলে অনেক সময় কাজ হয়না, কাজেই অযথা পেরেশানিতে পড়তে হয়।

২। কিছু মতলববাজ ব্যবসায়ী এটা কে ইনকামের একটা পন্থা বানায়ে নানা ভাবে ভয় ভীতি দেখায়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এবং তাদের দূর্বলতার সুযোগে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

৩। এর চেয়েও মারাত্মক হলো মানুষ এই গুলো থেকে বাঁচার জন্য জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে নানা রকম শিরক ও বিদআতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফলে রোগ ভালো হোক বা না হোক, ঈমান টা চলে যায়।

জিন কাদের উপরে বেশি আসেঃ

আমরা প্রথমে আসি খারাপ জিন কোন ধরণের লোকদের আক্রমন করতে পারে বেশি তাদের আলোচনায়ঃ

১। যারা শিরকে জড়িত, তাদের কে শয়তান, যাদু ও বদনজরে খুব সহজে ঘায়েল করে ফেলে। শিরকের অনেক রূপ আছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাওকে বেশি শক্তিধর মনে করা, কোন ব্যক্তিকে বা কোন জিনিষকে আল্লাহর মত শক্তিশালী মনে করা; কোন মানুষকে সমস্যা সমাধান কারী মনে করে তার সাহায্য চাওয়া, তাবীজ তুমারকে শক্তিশালী মনে করা এই সব ই শিরকের অন্তর্ভূক্ত। যারা এই সব করে তাদের কেই জিন, বদনজর বা যাদু বেশি ঘায়েল করে।

২। যারা হারাম খায়, হারাম লেনদেন করে, হারাম ব্যবসায় যুক্ত থাকে বা কোন রকম হারাম উপায়ে পাওয়া অর্থ ভোগ করে। যারা ফাঁকি দিয়ে অন্যের সম্পদ হাতিয়ে নেয়, অবৈধ পথে দ্রুত ধনী হতে যেয়ে চোরা কারবারে লিপ্ত হয়। মোট কথা হারাম উপায়ে উপার্জন করা খাদ্য দ্বারা বানানো শরীর, ঘর, ও সন্তানের উপর সহজেই জিন, বদনজর বা যাদু টোনা কাজ করে।

৩। আল্লাহ কে যারা ভুলে যায়, দিনের দুই একবার ও যারা আল্লাহ কে স্মরণ করেনা, নামাজ কালাম নাই জীবনে, যিকির নেই, দুয়া নেই, কুরআন তিলাওয়াত নেই, বাসায় কুরআনের বাণী তেলাওয়াত নেই তাদের কে এই সব জিনিষ সহজে আক্রমন করে।

৪। নাপাক থাকা ব্যক্তিদের কে শয়তান খুব সহযে আক্রমন করে। বিশেষ করে গোসল ফরয হলে যারা দীর্ঘক্ষন ধরে না গোসল করে থাকে তাদের উপর খারাপ জিন মারাত্মক ভাবে ছায়া করে। মাসিক শেষে পবিত্র হলে দেরী না করেই গোসল করা উচিৎ। মনে রাখতে হবে জিন, বদনজর বা যাদু টোনা সব সময় পাক থাকা ব্যক্তির উপর সহজেই কাজ করে না।

৫। যে বাড়িতে কুরআন তিলাওয়াত বা যিকির আযকার হয়না। বরং ভর্তি থাকে জীব জন্তু, মুর্তি ও শয়তানের প্রিয়মানুষদের ছবি দিয়ে। এসব বাড়িতে রহমাতের ফিরিশ্তা ঢুকতে পারেনা বলে খারাপ জিন, খারাপ লোকদের আনাগোনা ও বদনজর ও যাদু খুব বেশি থাকে। এই সব বাসাতেই থাকে ডিপ্রেশান, ঝগড়া, মনোমালিন্য বা হিংসার প্রকোপ।

৬। শরীরের যে সব অংগ প্রত্যাংগ ঢাকা ফরয, সে সব অংগ অযথা খুলে না উচিত। যারা এগুলো খুলে বাইরে বের হয়, বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় ও সূর্য ওঠার সময়ে বাইরে ঘোরাফেরা করে তাদের উপর জিনের প্রভাব পড়তে পারে। কারণ জিনরা কখনো কখনো মানুষের প্রেমে পড়ে।

৭। বাথ রুম ও টয়লেট খারাপ জিনদের থাকার স্থান। এই সব স্থানে দুআ পড়ে ঢোকা, বের হয়ে দুয়া পড়া উচিত। সেখানে গান গাওয়া, অনেক সময় নিয়ে থাকা, প্রয়োজন শেষ হলেও অকারণে দেরী করা ইত্যাদি অনুচিত।

৮। যারা জিনদের কে অযথা কষ্ট দেয়, বা অযথা ভয় করে, বা পূজা করে তাদের কে জিন ক্ষতি করে। অনেক সময় জিন কুকুর বিড়াল বা সাপের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উপর কোন রকম অযথা কষ্ট দেয়া ঠিক নয়।

৯। অসম্ভব রেগে গেলে মানুষকে জিনে সহজে কাবু করে ফেলে।

১০। জিন বা অদেখা জিনিষের উপর ভীষণ ভয় হলেও অনেক সময় জিনে ধরে।

১১। সারাক্ষণ শুধু যৌনতা চিন্তা করা, বা এই ধরণের সিনেমা মুভি ভিডিও দেখা, বা বাজে অশ্লীল ছবি বা বই পড়া, এই ধরণের সংগীদের সাথে বাজে বিষয় নিয়ে ফোনালাপ বা চ্যাট করা জিনদের জন্য খুব উর্বর যায়গা। এইসব লোকদের কে সহজেই জিনে আক্রমন করে।

১২। প্রতিটি মানুষের সাথে দুইজন সাথী থাকে, একজন শয়তান থেকে অন্য জন ফিরিশতাদের থেকে। ভালো মানুষদের শয়তান ক্ষতি তো করেই না, ক্ষতি করার চেষ্টা করলে ভালো মানুষটার দুয়া ও আল্লাহর সাহায্যে ভালো হয়ে যায়। খারাপ মানুষেরা বা মূর্খ মানুষেরা সেই দুয়া গুলো জানেনা হেতু সমস্যায় পড়ে।

জিন থেকে আত্মরক্ষার উপায়ঃ

১। শরীয়াতের নির্দেশ সমূহ মেনে চলার মাধ্যমেঃ

ক) নিয়মিত সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাত গুলো ঠিক মত আদায় করা

খ) যে সব আদেশ নিষেধ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তা সঠিক ভাবে মেনে চলা

২। কুরআনে এবং হাদীসে বর্ণিত দুয়া গুলো ঠিক মত পড়া।

ক) ঘুমানো

খ) ঘুম থেকে উঠা

গ) অযু

ঘ) খাওয়া

ঙ) বাইরে যাওয়া

চ) ফিরে আসা

৩। টয়লেটে যাওয়ার আগে পরে দুয়া পড়া

৪। টয়লেটে বা বাথরুমে কথা না বলা, চিৎকার না করা, গান না গাওয়া

৫। বিসমিল্লাহ বলা কে সংগী বানানো

৬। কোন গর্তে বা ভাংগা স্থানে পেশাব না করা

৭। বেওয়ারিশ কোন কুকুর বিড়াল, সাপ, বা অন্যান্য কোন প্রাণীকে সাবধান না করিয়ে কষ্ট না দেয়া

৮। স্বামী স্ত্রীর মিলনের সময় দুয়া পড়া। এবং গোসল ফরয হয়ে গেলে অযথা দেরী না করা

৯। সন্তানদের উপর 'আঊযু' মূলক যে সব দুয়া আছে তা বারবার পড়াঃ

أُعِيذُهُ/هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ/ هَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمْ

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٌ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٌ

১০। সূর্য ডোবার সময় বা তার পরে বাচ্চা ও মেয়েদের বাইরে না যাওয়া

১১। শরীর বন্ধ রাখবেঃ

ক) হারাম থেকে পরিহার করা

খ) যথা সম্ভব পাক সাফ থাকা

গ) সৌন্দর্যের স্থান সমূহ খোলা না রাখা

ঘ) দুয়া পড়ে শরীরে বুলায়ে নেয়া

ঙ) কুরআন তিলাওয়াত করবে

১২। ঘর বন্ধ করবেঃ

ক) কমপক্ষে সপ্তাহে একবার সূরা বাক্বারা ঘরে পাঠ করা

খ) ঘরে অশ্লীল সিনেমা, আশ্লীল কাজ ও কথা ও নোংরা ছবি না রাখা

গ) রুম সমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং দূর্গন্ধ কোন জিনিষ না রাখা

ঘ) জিনের পছন্দ খাবার গুলো যথা সম্ভব বাইরে রাখা

জিন ধরার লক্ষণ সমূহঃ

১। দেহের অংগ প্রত্যাংগ সঠিক ভাবে কাজ করতে পারেনা। হাঁটা, চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া, সাধারণ কাজ, চিন্তা ভাবনা কোন টাই ঠিক মত করতে পারেনা। সঠিক হুশ না থাকা, বেশি বেশি ভুলে যাওয়া। কাওকে ঠিক মত চিনতে না পারা। ডাক্তারের কোন পরীক্ষায় রোগ খুঁজে না পাওয়া।

২। সব সময় মাথায় বিষ বেদনা থাকা, কোন ঔষধে কাজ হয়না।

৩। মাঝে মাঝে ফিট লেগে যায়, বেহুশ হয়, এবং ভুল কথা বলে বা গান গায়।

৪। শরীরে যেন পিপড়া হাঁটতেছে এম্ন মনে হবে।

৫। সব সময় বিক্ষিপ্ত মনে থাকে, চিন্তা ভাবনায় কোন মিল বা যুক্তি থাকবেনা, মনে সব সময় সন্দেহ এবং বাজে চিন্তা চলতেই থাকে।

৬। ঘর, ঘরের লোকজন, বাবা মা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি কাওকে সহ্য করতে না পারা।

৭। যিকির, কুরআন, নামাজ রোযা, ভালো কাজ দেখলে বা করলে আগুনের মত কষ্টদায়ক মনে হবে।

৮। বিনা কারনে কাঁদা, হাসা, চিৎকার করা, সব সময় মন মরা থাকা, দুশ্চিন্তা গ্রস্ত থাকা।

৯। নোংরা জিনিষ পছন্দ হবে, চুল কাটবে না, নখ লম্বা হবে, গোসল করবেনা, টয়লেটে বা বাথরুমে বেশিক্ষন থাকবে।

১০। একাকিত্ব ভালো লাগবে, কারো সংগে মিশতে চাইবেনা।

১১। চোখের সামনে বা শরীরের সাথে কিছু চলাচল দেখবে, যা আসলে ভয়ংকর বা আশ্চর্য। কখনো ছায়া দেখবে, কখনো সাপ বা কালো বিড়াল ইত্যাদি দেখবে।

১২। কবর, বাগান, ঝোপঝাড় ভালো লাগবে। গান নেশাদ্রব্য, দূর্গন্ধযুক্ত খাদ্য ভালো লাগবে।

১৩। যখন রেগে যাবে অনেক মানুষের শক্তি দেখাবে, কয়েকজনেও তাকে আটকে রাখতে পারবেনা।

১৪। কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ হার্টবীট বেড়ে যায়।

১৫। রাতে ঘুম না হওয়া এবং বিষণ্নতায় ভেংগে পড়া।

১৬। প্রতি রাতেই মারাত্মক দুঃস্বপ্ন দেখা, যা প্রায় একই রকম এবং রোগী খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বিড়াল, কুকুর, সাপ, ভয়ংকর জন্তু জানোয়ার বেশি বেশি দেখা।

১৭। প্রায় রাতেই চার্চ, মন্দির, গীর্জা বা প্রিস্ট বা সন্যাসিদের দেখা তার সাথে মিউজিক বা ঘন্টার ধ্বনি শুনতে থাকা।

১৮। কুরআন তিলাওয়াত শুনলেই গায়ে আগুন ধরে যাবে। বিশেষ করে রুকয়ার আয়াত গুলোতে রুগির অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

বদনজর ও যাদু কাদের উপর পড়েঃ

এটা ভালো মন্দ উভয় লোকদের উপরে সমানভাবে প্রভাব ফেলে। কারন এটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই মানুষ কে করা হয়। তবে খুব সহজে যাদের কে ক্ষতি করতে পারে তারা হলোঃ
১। যারা বেশি গর্ব করে, অহংকার করে, নিজের কীর্তি বা সম্পদ বা মর্যাদা মানুষকে বেশি বেশি শুনায়, নিজের সন্তানদের নিয়ে সব সময় গর্ব করে বেড়ায়, অন্যকে ছোট করে অপমান করে, লাঞ্ছিত করে, কিংবা নিজের কোন নিয়ামত পাওয়ার কথা অযথা সব লোকদের সামনে যেয়ে বলে বেড়ায়।

২। যারা বেশি বেশি নেতৃত্ব চায়, সব কাজেই নিজকে বড় দেখতে চায়, অন্য কেও বড় হোক সেটা চায়না এদের উপর বদনজর বা যাদু খুব বেশি কাজ করে।

৩। যে সব সুন্দরী মেয়ে নিজদের সৌন্দর্য প্রচার করতে সব সময় ব্যস্ত থাকে এবং অন্যদেরকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে।

৪। যে সব বাচ্চাদের উপর দুয়া না পড়া হয় এবং তাদের প্রতি মানুষকে আকর্ষণের জন্য বেশি বেশি গাল গল্প করা হয়।

৫। যে সব শরীর নাপাক থাকে, হারাম দিয়ে বড় হয়ে ওঠে এবং সব সময় নোংরামিতে লিপ্ত থাকে।

বদনজর ও যাদুর লক্ষণ সমূহঃ

১। যাদু ও বদনজরের কারণে শিশুদের শরীরে নানা ধরণের বেদনা, বমি, ঘনঘন পায়খানা, চিৎকার করে কান্না ইত্যাদি হতে পারে

২। ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায়। ভালোবাসা ঘৃণায় পরিবর্তন হয়ে যায়, শরীর ভেংগে যায়, ইবাদাত অসহ্য মনে হয়, খারাপ করতেই সারাদিন মন চায়, সব সময় রাগ রাগ স্বভাব হয়ে যায়।

৩। খুব ই সেন্সেটিভ হয়ে যাওয়া, রাগলে খুব দ্রুত রেগেযায়। সব সময় আতংকে থাকে ।

৪। কোন কাজ গুছিয়ে করতে না পারা, কিছু ভুল করলে অতিরিক্ত অনুশোচনা করা, কেও রাগ দেখালে ভেঙ্গে পড়া।

৫। মেয়েরা জরায়ূতে বেশি ব্যথা অনুভব করবে এবং সব সময় মরে যেতে ইচ্ছা করবে।

৬। ছেলেদের পিঠের হাড়ের নিচের দিকেই ব্যথা অনুভব করবে।

৭। খাওয়া দাওয়ার সময় সব সময় খুব বাজে একটা গন্ধ পাবে, মানুষের শরীরের গন্ধ, মরা বা পঁচা জিনিষের গন্ধ।

৮। কুরআন তিলাওয়াতের সময় বেহুশ হয়ে যাবে এবং পেটে অদ্ভুত আওয়াজ বোধ করবে।

৯। কুরআন তিলাওয়াত শুনলে খুব কান্না কাটি করবে, বিশেষ করলে আয়াতু সিহর বা যাদুর আয়াত গুলো শুনলে।

১০। বেশি বেশি ভুলে যাবে।

১১। চোখের সামনে কালো সুতো, কালো চুল, কালো ছায়া ইত্যাদি দেখতে পাবে।

১২। শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হতে পারে, ঔষধ খেয়েও কোন কাজ হয়না।

১৩। বদহজম, পেটে খুব বেশি গ্যাস হওয়া, সব সময় বমি বমি থাকা, বিশেষ করে কুরআন তিলাওয়াতের সময় এমন হয়।

১৪। মেয়েদের প্রিয়ডের সময় অসম্ভব ব্যথা অনুভব হলে এবং ঔষধেও যায় না।

১৫। শরীরের ভিতর কিছু চলে বেড়াচ্ছে মনে হয়।

বদনজর বা যাদু থেকে বেঁচে থাকার উপায়ঃ

১। শারীরিক ভাবেঃ

ক) খাবার ক্ষেত্রে সাবধান থাকা। সন্দেহ যুক্ত খাবারে সময়

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لا يضُرُّ مع اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاء

এই দুয়া পড়া

খ) শরীরে কোন অংশ যেমন চুল, নখ ইত্যাদী মানুষের নাগাল থেকে দূরে রাখা

গ) শরীরের আকর্ষণীয় অংশ মানুষের সামনে না দেখানো

ঘ) বাচ্চাদের প্রথম থেকেই সাবধানে রাখা

২। মানসিক ভাবে আত্মরক্ষাঃ

ক) বারবার ঈমান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা

খ) জ্ঞান বাড়ানো

৩। কুরআন ও হাদীসের দুয়া গুলো সবসময় আমল করাঃ

ক) প্রতিটি ফরয নামাজের পরে, ঘুমানোর আগে, সফরের আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।

খ) ফজর ও মাগরিবের পর ৪ কুল পড়ে সারা গায়ে হাত বুলানো

গ) মাগরিবের পর সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়া

ঘ) সকালে এবং সন্ধ্যায় أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ পড়া।

ঙ) কোন নতুন যায়গায় গেলে পড়া أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

চ) সকাল সন্ধ্যায় এই দুয়া পড়াঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءْ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمْ

ছ) বিসমিল্লাহ কে সংগী বানানো

চিকিৎসাঃ

জিন, বদনজর ও যাদুর সবার ই চিকিৎসা একই। কারো জিনে ধরলে, বা যাদু টোনা করলে কিংবা কারো উপর বদনজরের প্রভাব পড়লে তার ইসলামি চিকিৎসা রয়েছে।

চিকিৎসা নিচের পদ্ধতিতে করলে ইনশাআল্লাহ ফল পাওয়া যাবে।

১। বাড়ি ঘরঃ যারা যাদু করে কিংবা জিনের মাধ্যমে অন্যকে ঘায়েলের চিন্তা করে তারা সাধারণত বাড়িঘরের মধ্যে বিভিন্ন জিনিষ পুঁতে রাখে, অথবা গোপন করে রাখে। বাড়ির সাথে বাগান থাকলেও সেখানেও গর্ত করে কিছু রাখতে পারে। এইজন্য উচিৎ হলো কারো যাদু টোনা বা জিনের প্রভাব হয়েছে বুঝলে ঐসব জিনিষের সন্ধ্যান করা ভালো। প্রতিটি রুমের চার কর্ণার, বাগানের কোণে গর্তে এইসব পাওয়া যেতে পারে। মাথার চুল, হাত পায়ের নখ, সাপ ইত্যাকার ব্যবহৃত হয়।

২। যদি কিছু পাওয়া যায় তার উপর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে পানিতে ফেলতে হবে।

৩। কিছু না পাওয়া গেলে এইবার চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

কুরআন ও হাদীসের দুয়াঃ

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ أَوْ سِحْرِ سَاحِرٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

বিসমিল্লাহি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীক, মিনশাররি কুল্লি নাফসিন আও আয়নিন হাসিদ আও সিহরি সাহির, আল্লাহু ইয়াশফীক, বিসমিল্লাহি আরক্বীক।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءْ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمْ

বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি, অলা ফিস সামা ওয়া হুয়াস সামীউল আলীম, ৩ বার

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمْ * بِسْمِ اللهِ الرّحْمنِ الرّحِيم
الْحَمْدُ للهِ رَبّ الْعَالَمِينَ * الرّحْمنِ الرّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ * إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ *

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

الٓمٓ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتّقِينَ * الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * والّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَىَ هُدًى مّن رّبّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: البَقَرَة: 1-5

আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে, এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

وَاتّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشّيَاطِينُ عَلَىَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّىَ يَقُولاَ إِنّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ. البقرة :102

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ * (البقرة 255)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

آمَنَ الرّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير * لاَ يُكَلّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبّنَا وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (البقرة 284- 286)

রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ **آل عِمْرَان: 18–19**

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوَاْ آمَنّا بِرَبّ الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۔ الأعراف: 117 –122

তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمّا جَآءَ السّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مّوسَىَ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمْ مّلْقُونَ * فَلَمّآ أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىَ مَا جِئْتُمْ بِهِ السّحْرُ إِنّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقّ اللهُ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. يونس: 79- 81

আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়।

قَالُواْ يَمُوسَىَ إِمّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمّآ أَن نّكُونَ أَوّلَ مَنْ أَلْقَىَ * قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيّهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَىَ * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مّوسَىَ* قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنّكَ أَنتَ الأعْلَىَ * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوَاْ إِنّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتَىَ. سورة طه: 65-69

তারা বললঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মূসা বললেনঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো চুটাছুটি করছে। অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾ المؤمنون: 115-118

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। বলূনঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ট রহমকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ الصفات: 10-1

শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ الأحقاف: 32-29

কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾، الرحمن: 33-36

হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ الحشر: 22-24

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম?486;ীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ **الجن**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ الكافرون

বলুন, হে কাফেরকূল, আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি. এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ الإخلاص.

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ الفلق

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ الناس

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

শেষে এই দুয়া টা পড়তে হবে

اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ ، أَذْهِب الْبَأسَ ، واشْفِ ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً

এখন কি করবেন?

১। আগের রুকইয়ার দুয়া ও আয়াত গুলো একটার পর একটা পড়তে হবে এর রুগির গায়ে ফুঁ দিন

২। প্রতিদিন সকালে ৭ টা করে আজওয়া খেজুর খাওয়ান।

৩। যাদুর কারণে যেখানে যেখানে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, সেখানে সেখানে হিজামাহ করাতে পারেন।

৪। উল্লিখিত তিন উপায়ে ভালো না হলে ৭টা বরই পাতা নিন, ভালোকরে বেটে গুড়া করে ফেলুন, এর পরে পানিতে মিশিয়ে আয়াতুল কুরসী ও ৪ ক্বুল পানিতে পড়ে চায়ের মত করে একটু একটু করে দিনে তিন বার রোগীকে পান করান।

৫। এতেও ভালো না হলে আবারো ৭ টি বরই পাতা নিয়ে বেটে গুড়া করে এক বালতি পানিতে মিশান এর পর রুকইয়ার সব দুয়া ও আয়াত গুলো পড়ে সেখানে ফুঁ দেন, এর পর সেই পানিতে রোগিকে দিনে একবার করে ৭ দিন গোসল করান। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।